শিক্ষায় উদ্ভাবন-১০

Innovation in Education-10

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
নায়েম রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫

শিক্ষায় উদ্ভাবন-১০
Innovation in Education-10

উপদেষ্টা :

প্রফেসর আহাম্মেদ সাজ্জাদ রশীদ
মহাপরিচালক, নায়েম

সম্পাদনায় :

নায়েম ইনোভেশন কমিটি

নায়েম ইনোভেশন কমিটি :

প্রফেসর ড. মো. লোকমান হোসেন — সভাপতি
পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও বাস্তবায়ন), নায়েম

প্রফেসর ড. উম্মে আসমা — সদস্য
প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম

জনাব আসমা আক্তার খাতুন — সদস্য
প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম

জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান — সদস্য
সহকারী পরিচালক (কমন সার্ভিস), নায়েম

জনাব পুলক বরণ চাকমা — সদস্য
সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও বাস্তবায়ন), নায়েম

জনাব স্বপন কুমার সাহা — সদস্য সচিব
প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম

১৫৮তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের ইনোভেশন কমিটি (অনুষদ)

ড. মোহাম্মদ আব্দুর রহমান মিয়া — সদস্য
সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), নায়েম

ড. মো. হারুনুর রশীদ — সদস্য
সহকারী পরিচালক (গবেষণা ও তথ্যায়ন), নায়েম

১৫৮তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের ইনোভেশন কমিটি (প্রশিক্ষণার্থী)

মোঃ মতিউর রহমান (প্রভাষক, পদার্থবিদ্যা) — সদস্য
আইডি নং-৩৪

সুরাইয়া পারভীন (প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি) — সদস্য
আইডি নং-৩৬

মোঃ হাবিবুল্লাহ হাওলাদার (প্রভাষক, ইংরেজি) — সদস্য
আইডি নং-১৪০

প্রচ্ছদ ডিজাইন :

মোঃ কামাল হোসেন
বিএসসি (অনার্স), এমএসসি (ফিশারিজ)
ঢাকা কলেজ, ঢাকা।

মুদ্রণ :

নাজির ডিজিটাল কম্পিউটার্স
১৩ নং সিটি কর্পোরেশন মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫
মোবাইল : ০১৯১৭-৯৬১৪৭০, ০১৭০৭-১৬১৪৭০
E-mail : kamalbd23@gmail.com

প্রকাশকাল : মার্চ ১৪, ২০২১

সহযোগিতায় :
এটুআই প্রকল্প

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
নায়েম রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫

শিক্ষায়
উদ্ভাবন-১০
Innovation in
Education-10

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০

শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

- ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।

- দেশজ আবহ ও উপাদান সম্পৃক্ততার মাধ্যমে শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর চিন্তা-চেতনা ও সৃজনশীলতার উজ্জীবন এবং তার জীবনঘনিষ্ঠ জ্ঞান বিকাশে সহায়তা করা।

- দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধনের জন্য শিক্ষাকে সৃজনধর্মী, প্রয়োগমুখী ও উৎপাদন সহায়ক করে তোলা; শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশে সহায়তা প্রদান করা।

- মুখস্থবিদ্যার পরিবর্তে বিকশিত চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি এবং অনুসন্ধিৎসু মননের অধিকারী হয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে প্রতি স্তরে মানসম্পন্ন প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করতে পারে তা নিশ্চিত করা।

- বিশ্বপরিমণ্ডলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে ও বিষয়ে উন্নতমানের দক্ষতা সৃষ্টি করা।

- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিশুর/শিক্ষার্থীর সুরক্ষা ও যথাযথ বিকাশের অনুকূল আনন্দময় ও সৃজনশীল পরিবেশ গড়ে তোলা এবং সেটি অব্যাহত রাখা।

- সর্বক্ষেত্রে মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করা এবং শিক্ষার্থীদের গবেষণায় উৎসাহী করা এবং মৌলিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণার সাথে সাথে দেশের প্রয়োজনীয় গবেষণার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা।

মহান মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে-
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান- এর প্রতি

শ্রদ্ধাঞ্জলি

মো. হাসানুল ইসলাম, এনডিসি
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)
ও প্রধান উদ্ভাবনী কর্মকর্তা
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

বাণী

আমাদের জাতীয় জীবনে উন্নয়নের জন্য যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য সমাজের সর্বক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও টেকসই উন্নয়ন জরুরি। এ অবস্থায় মুক্ত পথের পথ প্রদর্শক হলেন জাতির মেরুদন্ড আমাদের নবীন শিক্ষক। এই নবীন কর্মকর্তারা উদ্ভাবনী শক্তিতে ভরপুর। শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষা বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করতে, শিক্ষার্থীদের শিখনকে কার্যকর করতে, শ্রেণিকক্ষে পাঠদানকে আনন্দদায়ক করতে এবং আধুনিক প্রযুক্তিকে শিখন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করতে কার্যকর কৌশল উদ্ভাবন করতে হবে। শিক্ষায় উদ্ভাবনের পরীক্ষামূলক পথ নির্ণয় ও বাস্তবায়ন করতে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করছে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)।

আমি উন্নত বাংলাদেশ গঠনে সকল ইতিবাচক চিন্তাকে স্বাগত জানাই এবং এই কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ হাসানুল ইসলাম

প্রফেসর ড. সৈয়দ মো. গোলাম ফারুক
মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা

বাণী

মানুষের মৌলিক চাহিদার একটি হল শিক্ষা। শিক্ষার লক্ষ্য হল দেশের সকল জনগোষ্ঠীর জ্ঞান ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করা। মানব সভ্যতাকে এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের মাধ্যমে বিকশিত করার জন্য উদ্ভাবনের কোন বিকল্প নেই। যে জাতির উদ্ভাবনী শক্তি ও উদ্ভাবন কৌশল যত বেশি যুগোপযোগী সে জাতি তত বেশি সফল। গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিমার্জন করে নতুনত্ব ও আধুনিক ডিজিটাল শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে উদ্ভাবনী শক্তি সহায়ক হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

১৫৮তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে শিক্ষায় উদ্ভাবন বিষয়টি তরুণ শিক্ষকদের সৃজনশীল হতে এবং তাদেও দাপ্তরিক কার্যক্রমে নতুন নতুন উদ্ভাবনী ধারণা সংযোজন করে শিক্ষা ব্যবস্থায় আরো গতিশীলতা আনতে পারবে বলে আমি প্রত্যাশা করি।

আমি এই কর্মসূচির সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

প্রফেসর ড. সৈয়দ মো. গোলাম ফারুক

প্রফেসর আহাম্মেদ সাজ্জাদ রশীদ
মহাপরিচালক
জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
নায়েম রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫

প্রসঙ্গ কথা

সৃষ্টির উষালগ্ন থেকেই মানুষ তার উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে মানব সভ্যতাকে বিকশিত করেছে। আর এই সভ্যতার বিকাশ ও স্থায়িত্বের জন্য ইনোভেশনের গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষা ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। শিখনকে সময়োপযোগী ও কার্যকর করে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে নতুন নতুন কৌশল ও পদ্ধতি যুক্ত করে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা প্রয়োজন। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে উদ্ভাবনকে সবিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণে বর্তমান সরকার বাঙালি জাতিকে নিজস্ব সাংস্কৃতিক আবহে আধুনিক 'বিজ্ঞানমনস্ক ও বিশ্বমানের জাতি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে উদ্ভাবনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় উদ্ভাবকরা নিজস্ব সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের আলোকে নতুন নতুন উদ্ভাবন নিয়ে রূপকল্প ২০২১, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ সহ চলমান কার্যক্রম বাস্তবায়নে যুগান্তকারী অবদান রাখতে প্রত্যয়ী হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

শিক্ষায় সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে 'দিন বদলের স্বপ্ন' বাস্তবায়ন হোক এই প্রত্যাশা করি।

প্রফেসর আহাম্মেদ সাজ্জাদ রশীদ

ভূমিকা

বিশ্বের সৃষ্টিলগ্ন থেকেই মানুষের অনুসন্ধানী মন পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে বেড়িয়েছে। সৃষ্টি সুখের উল্লাসে নব নব আবিষ্কারে মানুষ তার জীবনকে করেছে সুন্দর থেকে সুন্দরতর। জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত মানুষের সৃষ্টিশীল মন মানুষের কল্যাণ কামনায় নিরন্তর নিয়োজিত রেখেছে। যেখানে সেবা মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম, সেখানে সেবার মানের উন্নয়নের চেষ্টা তার থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক। সেবার মানের উন্নয়নের জন্য Innovation বা নতুন উদ্ভাবনের কোনো বিকল্প নেই। মানুষের উদ্ভাবনী ক্ষমতাই সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যায় ভবিষ্যতের দিকে।

শিক্ষা ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে উদ্ভাবনের গুরুত্ব অপরিসীম। শিখন-শেখানো পদ্ধতির উন্নয়ন, স্বল্পব্যয়ী শিক্ষাপোকরণের ব্যবহার, শিক্ষার্থীদের জীবন দক্ষতা বৃদ্ধিতে নানান পদক্ষেপ গ্রহণ, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের প্রবর্তন, ডিজিটাল কন্টেন্টের ব্যবহার ইত্যাদি আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তনের নিয়ামক হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করার জন্য আরো নতুন নতুন উদ্ভাবন ও অভিনব কৌশল উদ্ভাবনে সকলকে উদ্যোগী হতে হবে।

প্রেক্ষাপট

সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি দমন অতীব জরুরি। জাতির পিতার স্বপ্ন পুরণে বর্তমান সরকার জনপ্রশাসনে সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করে। ২০১২ সালে গভর্ন্যান্স ইনোভেশন ইউনিট প্রতিষ্ঠা এবং ২০১৩ সালে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর/সংস্থা এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে 'ইনোভেশন টিম' গঠনের মাধ্যমে বিষয়টি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। জনগণের সেবাদান প্রক্রিয়াকে সহজীকরণ ও সরলীকরণের মাধ্যমে জাতীয় লক্ষ্য বাস্তবায়নে জাতীয় উন্নয়ন আরো বেগবান করা সম্ভব- এ ধারণাকে সামনে রেখে "জনপ্রশাসনে উদ্ভাবন" বিষয়টি অধিক বিবেচিত। সরকার প্রতিটি ক্ষেত্রে সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনের প্রয়োগ করে সেবাদান প্রক্রিয়াকে সহজ ও সুলভ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই প্রেক্ষাপটে শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষায় সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন এর মাধ্যমে শিখন ও শেখানো প্রক্রিয়ার সহজীকরণ ও মানোন্নয়নের জন্য নতুনত্ব উদ্ভাবনকে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে। সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণে শিক্ষায় সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন আজ সময়ের দাবি। শিক্ষাদান পদ্ধতিকে সহজ ও আনন্দঘন করতে, শিক্ষায় অপচয় ও দুর্নীতি রোধ করতে এবং যুগের চাহিদা মিটাতে কাঙ্ক্ষিত গুণগত পরিবর্তনের মাধ্যমে এদেশের শিক্ষাকে বিশ্বমানে উন্নীত করতে শিক্ষায় নতুন নতুন উদ্ভাবন যুগান্তকারী অবদান রাখতে পারে।

সেবার মান উন্নয়নে নায়েম কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণ সেবাদান প্রক্রিয়াকে সহজীকরণে নানান পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে:

- সিটিজেন চার্টার প্রকাশ
- ক্যাফেটেরিয়ায় সেলফ সার্ভিস চালুকরণ
- ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টার চালু
- ডিজিটাল কন্টেন্ট এর ব্যবহার
- বক্তা মূল্যায়ন ব্যবস্থার আধুনিকায়ন (ডিজিটাল পদ্ধতি)
- অভিযোগ গ্রহণ ও প্রতিকারের জন্য শুদ্ধাচার কৌশল অনুসৃত পদ্ধতি প্রবর্তন
- সমগ্র নায়েম ক্যাম্পাস সি সি ক্যামেরার আওতায় আনা
- হোস্টেলের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ
- কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য ইলেকট্রনিক হাজিরা পদ্ধতি চালুকরণ
- ই-ফাইলিং
- প্রশিক্ষণার্থীগণের প্রশিক্ষণ শেষে ভাতাদি প্রাপ্তির জন্য BEFTN
- কোর্সের সংখ্যা বৃদ্ধি
- অনলাইন রেজিস্ট্রেশন

নায়েমের হোস্টেল ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, অধিকতর কার্যকর সেশন ব্যবস্থাপনা, লাইব্রেরির আধুনিকায়ন, চিকিৎসা সুবিধা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, তথ্য প্রাপ্তি সহজীকরণ, প্রশিক্ষণার্থী বাছাই প্রক্রিয়া উন্নতকরণ ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে মানোন্নয়নের জন্য কাজ চলমান রয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে নায়েম বিপিএটিসির IPS-TQM প্রকল্পের পার্টনার ইন্সটিটিউট হিসেবে 'টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট ও কাইযেন' চর্চার প্রসার ঘটাতে প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের আওতায় 'সেবা প্রদান সহজীকরণ ও উদ্ভাবন' কর্মসূচির সম্পৃক্ততা মানোন্নয়নের এই প্রচেষ্টাকে আরো বেগবান করেছে।

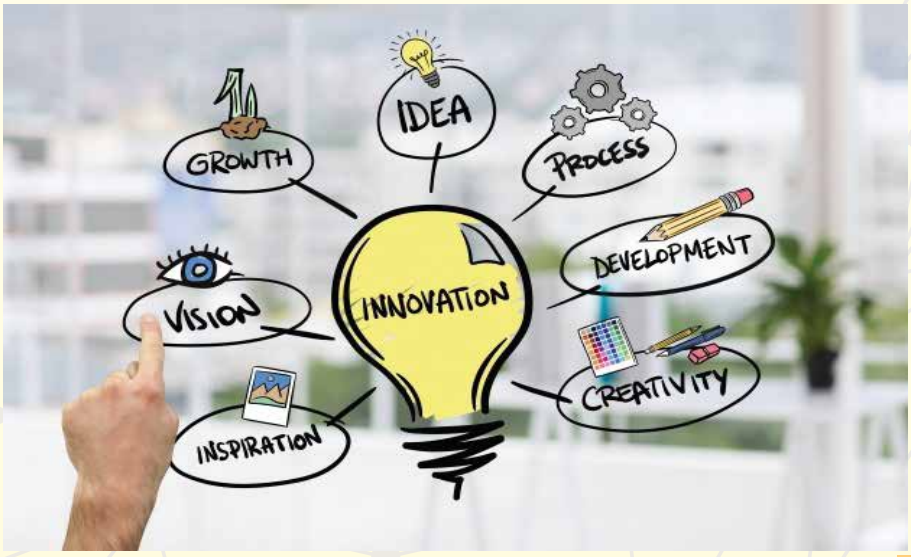

শিক্ষায় উদ্ভাবন: নায়েম মডেল

বিশ্বায়নের এই যুগে শিক্ষার্থীদের দক্ষ ও যোগ্য করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইনোভেশন ইন এডুকেশন আজ সময়ের দাবি। এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে নায়েম নানান উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন বিষয়ে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীগণের মধ্যে 'উদ্ভাবনী আইডিয়া প্রতিযোগিতা ও শোকেসিং' আয়োজনের এই পদক্ষেপ। নায়েমের মহাপরিচালকের নেতৃত্বে 'জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ও নৈতিকতা কমিটি'র তত্ত্বাবধানে 'নায়েম ইনোভেশন কমিটি' ও 'বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স' সার্বিক আয়োজনের সমন্বয় সাধন করছে।

ইনোভেশন আইডিয়া প্রতিযোগিতার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১) বিসিএস (শিক্ষা) ক্যাডারের নবীন কর্মকর্তাদের সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী শক্তি ব্যবহারের সক্ষমতা সৃষ্টি

২) সৃজনশীলতার চর্চা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে শিক্ষাদান পদ্ধতির গুণগত উৎকর্ষতা সাধন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশের উন্নয়ন

৩) স্বল্পব্যয়ী ও স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারে উদ্ভাবনসমূহকে কাজে লাগানো

৪) প্রশিক্ষণার্থীদের ব্রেইন স্টর্মিং-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত আইডিয়াসমূহের সমন্বয়ে 'উদ্ভাবনী আইডিয়া ব্যাংক' সৃষ্টি এবং তা বাস্তবায়নের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, মাদ্রাসা অধিদপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহের সথে শেয়ারিং

৫) অংশীজনের সেবাপ্রাপ্তির সহজীকরণ

৬) প্রতিষ্ঠানসমূহের সেবাদান পদ্ধতির উন্নয়ন

কর্মপদ্ধতি

এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে ১৫৭তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীগণকে এটুআই (A2I) প্রকল্পের বিশেষজ্ঞ দ্বারা সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। নায়েম ইনোভেশন আইডিয়া বিষয়ক প্রতিযোগিতা সম্পর্কে ওয়ার্ম আপ সেশন পরিচালনার পর বুনিয়াদি প্রশিক্ষণার্থীদের ৭/৮ জন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হয়।
প্রতিটি দল সেবা সহজীকরণ ও মানোন্নয়নে আইডিয়া উদ্ভাবনে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করে:

ক) চিন্তন দক্ষতার ব্যবহার (Critical Thinking),
খ) দলীয় সদস্যদের মধ্যে আলোচনা (Communication)
গ) পরস্পর সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় (Collaboration)
ঘ) সমস্যার সমাধান/উপায় নিরূপণ (Creativity)

প্রাপ্ত আইডিয়াসমূহ রিভিউ করার জন্য মনোনীত মেন্টরগণ প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে একাধিক সভায় মিলিত হয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করেন। প্রশিক্ষণার্থীগণ পরিমার্জিত ইনোভেশন আইডিয়াসমূহ প্রতিযোগিতার জন্য জমা দেন।

উদ্ভাবন বিষয়ক প্রতিযোগিতার জন্য নির্বাচিত আইডিয়াসমূহ শিক্ষায় উদ্ভাবন শীর্ষক শোকেসিং অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তুলে ধরা এবং প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দলসমূহকে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

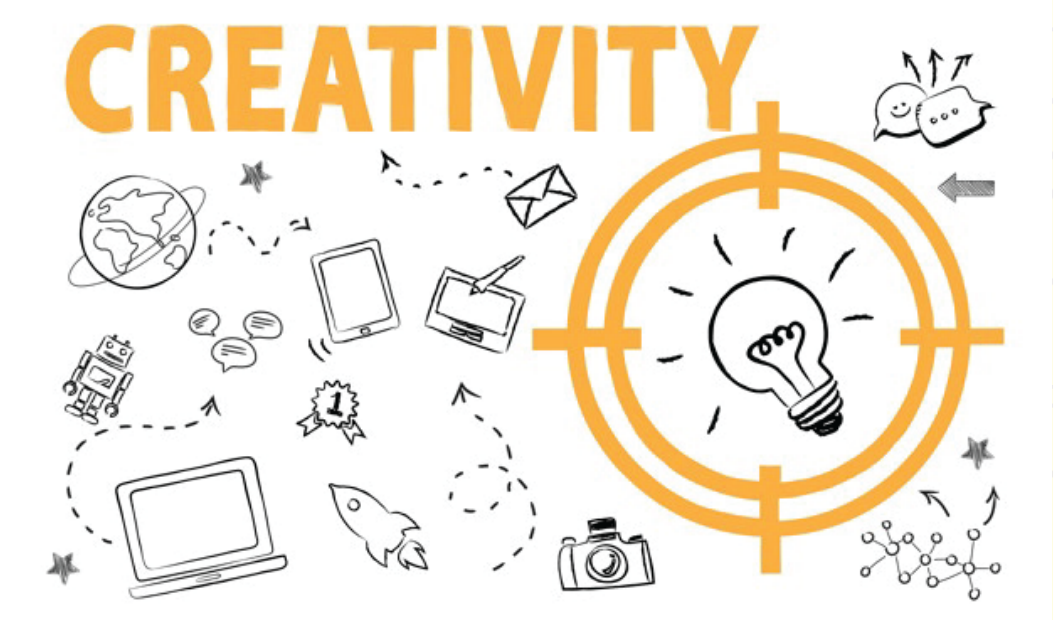

নায়েম ধাপে ধাপে ইনোভেশন আইডিয়া প্রতিযোগিতাটিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের 'সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন' বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান

↓

ইনোভেশন আইডিয়া বিষয়ক প্রতিযোগিতার বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে ওয়ার্ম-আপ সেশন পরিচালনা

↓

প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে দল গঠন ও ইনোভেশন আইডিয়া আহ্বান → ৮৫জন প্রশিক্ষণার্থী নিয়ে ১৯টি দল গঠন করা হয়

↓

প্রতিটি দলের জন্য একজন অনুষদ সদস্যকে মেন্টর হিসেবে মনোনয়ন প্রদান → ১৯টি দল মোট ১৯টি আইডিয়া জমা প্রদান করে

↓

মেন্টর কর্তৃক খসড়া আইডিয়াসমূহ পর্যালোচনা এবং ফিডব্যাক প্রদানের মাধ্যমে ইনোভেশন খসড়া আইডিয়াসমূহ চূড়ান্তকরণ ও জমাদান → ১৯টি আইডিয়া থেকে প্রাথমিক বাছাইয়ে ১০টি এবং চূড়ান্ত বাছাইয়ে ১০টি আইডিয়া মনোনীত করা হয়।

↓

ইনোভেশন কমিটি কর্তৃক বাছাইকৃত আইডিয়াসমূহ বাস্তবায়ন কৌশলসহ ইনোভেশন মেলায় উপস্থাপন এবং অর্জনসমূহ প্রদর্শন → ১০টি চূড়ান্ত আইডিয়া মেলায় উপস্থাপন

↓

মেলায় উপস্থাপিত আইডিয়াসমূহ হতে সেরা তিনটি আইডিয়াকে নায়েম ইনোভেশন এওয়ার্ড প্রদান → ৩টি আইডিয়াকে এওয়ার্ড প্রদান

↓

নির্বাচিত আইডিয়াসমূহ প্রচারের জন্য এটুআই এর www.ideabank.eservice.gov.bd তে উপস্থাপন

'উদ্ভাবনী আইডিয়া ব্যাংক' সৃষ্টি ও বাস্তবায়নের জন্য মাঠ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহের সথে শেয়ারিং

আইডিয়া শোকেসিং এ অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক সদস্যকে সনদপত্র প্রদান

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিবেশের উন্নয়ন, সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজীকরণ, সেবা সুবিধার সম্প্রসারণ, স্বল্পমূল্যে শিক্ষা উপকরণ তৈরি, উদ্দীপনামূলক শিখন-শেখানো পদ্ধতির উদ্ভাবন, শ্রেণিকক্ষে সুলভ প্রযুক্তির ব্যবহার, বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা প্রভৃতি কার্যক্রমে এই প্রতিযোগিতায় উদ্ভাবন মডেলসমূহ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে ।

উপসংহার

সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে সরকার জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করেছে। দুর্নীতিমুক্ত, জনকল্যাণমুখী ও নৈতিকতাসম্পন্ন একটি বৃহৎ রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েমে শিক্ষা প্রধান হাতিয়ার। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে জ্ঞান, তথ্য, দক্ষতা ও নৈতিকতা লাভের কেন্দ্রে পরিণত করার জন্য সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন এর ব্যবহার শিক্ষা তথা দেশের উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখবে।

একনজরে ১৫৭তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের ইনোভেশন শোকেসিং

১৫৭তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীগণের মধ্যে ইনোভেশন আইডিয়া প্রতিযোগিতার শোকেসিং-এর জন্য মনোনীত কন্টেন্টসমূহের বিবরণ

গ্রুপ নং-০১

আইডিয়া শিরোনাম : বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের মানসম্মত ব্যবহারিক শিক্ষা

মেন্টর : মো: শওকত আলী খান, প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম

আইডি নং	নাম ও পদবী	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	মোবাইল ও ইমেইল
০১	মোহাম্মদ ইব্রাহিম খলিল	প্রভাষক, রসায়ন সরকারী আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ	০১৯১২-৩৯৬৮২৭ khalilnet1979@gmail.com
০৭	মোহাম্মদ ইয়াছিন আলী	প্রভাষক, পদার্থবিজ্ঞান মুমিনুন্নিসা সরকারি মহিলা কলেজ, ময়মনসিংহ	০১৭১৮-৫৭৮৬২৪ easinali76@gmail.com
১৪	মোহাম্মদ আব্দুল হালিম ফকির	প্রভাষক, রসায়ন নেত্রকোনা সরকারি কলেজ নেত্রকোনা	০১৯৮১৫০০১৩৯ halimfakir76@gmail.com
২৫	মাসুদা নার্গিস বেগম	প্রভাষক, প্রাণিবিদ্যা গফরগাঁও সরকারি কলেজ ময়মনসিংহ	০১৭১৬৮৯১৩১০ masudanargis27133@gmail.com

বর্তমান সমস্যা ও কারণ:

১. আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ল্যাবরেটরীর অভাব, পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি, উপকরণ, রাসায়নিক দ্রব্যাদির অপ্রতুলতা (বেসরকারি ও উপজেলা পর্যায়ে প্রতিষ্ঠান)।

২. শিক্ষক / কর্মচারী ট্রেনিং এর ব্যবস্থাকরণ।

৩. শিক্ষার্থী ক্লাশে উপস্থিত না হয়েই নম্বর পেয়ে যাওয়ার প্রবণতা, যা শিক্ষার্থীর ব্যবহারিক ক্লাশের প্রতি অনীহা।

৪. ব্যবহারিক নম্বর পাইয়ে দিতে নেতিবাচক মনোভাব নিরুৎসাহিত করা (শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক)।

সমস্যার সমাধান / আইডিয়ার বিবরণ:

(১) পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি, উপকরণ, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সমৃদ্ধ ডিজিটাল, পরিবেশ বান্ধব ল্যাবরেটরী স্থাপন।

(২) আকর্ষনীয়, প্রযুক্তি নির্ভর ক্লাশ পরিচালনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ক্লাশের প্রতি আকৃষ্টকরণ।

(৩) কর্তৃপক্ষের ব্যবহারিক ক্লাশের প্রতি গুরুত্ব প্রদান, দায়িত্বশীল ভূমিকা।

ইনোভেশন / সমাধান প্রস্তাবে নতুন কী কী?

(১) ব্যবহারিক পরীক্ষার নম্বর দুই ভাগে বিভক্ত করা। ব্যবহারিক ক্লাশে উপস্থিতির জন্য ৫০% এবং ব্যবহারিক পরীক্ষায় নির্ধারিত ৫০% নম্বর বন্টন প্রচলন।

(২) ব্যবহারিক খাতা বাতিল করে ব্যবহারিক ক্লাশে অ্যাসাইনমেন্ট পদ্ধতি চালুকরণ।

(৩) স্বজনপ্রীতি রোধ করে ব্যবহারিক কাজের প্রাপ্যতা ভিত্তিক শিক্ষার্থীর নম্বর প্রদান এবং বিজ্ঞান শাখার শিক্ষকদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে কী কী ফলাফল তৈরী হবে?

(১) এই ধারণা বাস্তবায়িত হলে সুশিক্ষিত, দক্ষ ও বিশ্বমানের জাতি গড়ে উঠবে।

(২) শিক্ষার্থীবৃন্দ আধুনিক বিশ্বে গবেষণায় অবদান রাখবে।

(৩) ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন সমৃদ্ধ হবে এবং বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হবে।

গ্রুপ নং-০২

আইডিয়া শিরোনাম : শিক্ষার্থীদের পাঠের গুণগত মানোন্নয়নের জন্য নিবিড় পরিচর্যা

মেন্টর : প্রফেসর ফাতেমা নাসিমা আখতার, প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম

আইডি নং	নাম ও পদবী	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	মোবাইল ও ইমেইল
০৮	মোহাম্মদ মোজাফফর হোসেন	প্রভাষক, প্রাণিবিদ্যা সরকারি সা'দত কলেজ, টাঙ্গাইল	০১৭৩৩১৭১০৯০ mozaffarhosen0177@gmail.com
৫৮	মোহাম্মদ জিয়াউর রহমান	প্রভাষক, ভূগোল কুমুদিনী সরকারি কলেজ, টাঙ্গাইল	০১৯১১৭৭৯০২১ ziaurgeo@gmail.com
৮৩	জহিরুল ইসলাম	প্রভাষক, রসায়ন সরকারি দেবেন্দ্র কলেজ, মানিকগঞ্জ	০১৭১২৩৯৮৫৩৭ tzbrothers@yahoo.com
৮৪	আইরীন জামান	প্রভাষক, প্রাণিবিদ্যা গুরুদয়াল সরকারি কলেজ, কিশোরগঞ্জ	০১৭১১২৬৩৬৭৮ ayreenzamangdc@gmail.com

বর্তমান সমস্যা ও কারণ:

- সকল শিক্ষার্থীর বুঝার এবং ধারণ ক্ষমতা এক নয়।
- শ্রেণিকক্ষে সকল মানের শিক্ষার্থীই থাকে তাই ঐ নির্দিষ্ট সময়ে দূর্বল বা পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা শিক্ষণফল সম্পূর্ণরূপে অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। ফলে ঐ শিক্ষার্থী লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।
- উপশহর এবং গ্রাম এলাকার অনেক শিক্ষার্থী বুঝতে পারে না, দ্বাদশ শ্রেণি পড়া শেষে সে কী করবে বা কী করলে তার জন্য ভালো হয়।
- শিক্ষার্থীদের পাঠে অমনোযোগী ও পরীক্ষার ফলাফল বিপর্যয়।

সমস্যার সমাধান / আইডিয়ার বিবরণ:

- ✓ একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার পর সকল শিক্ষার্থীদের মেধাবী, মধ্যম ও দূর্বল গ্রুপে বিভক্ত করতে হবে।
- ✓ প্রতিদিন শ্রেণিকক্ষে স্বাভাবিক পাঠদান শেষে ২.৩০-৩.৩০ টা, ৩.৩০-৪.৩০ টা পর্যন্ত অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা করা হবে এবং প্রতি মাসে অগ্রগতি যাচাইয়ের জন্য পরীক্ষা নেওয়া হবে।
- ✓ শিক্ষার্থীদের জন্য সপ্তাহে একদিন পঠিত বিষয়ের উপর সমস্যা চিহ্নিত করে গ্রুপ ডিসকাশনের ব্যবস্থা করা হবে।
- ✓ প্রাক নির্বাচনী পরীক্ষার পর প্রতি ১৫ (পনের) জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষক গাইড হিসেবে থাকবেন।
- ✓ নির্বাচনী পরীক্ষার পর শিক্ষার্থীরা গাইড শিক্ষকের নিবিড় তত্ত্বাবধানে থাকবে। এই সময় গাইড শিক্ষক তাদেরকে ভবিষ্যৎ লক্ষ নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করবেন।

ইনোভেশন / সমাধান প্রস্তাবে নতুন কী কী?

- ✓ শিক্ষার্থীদের জন্য সপ্তাহে একদিন গ্রুপ ডিসকাশনের ব্যবস্থা করা হবে।
- ✓ দ্বাদশ শ্রেণি প্রাক নির্বাচনীর পরীক্ষার পর প্রতি ১৫ (পনের) জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষক গাইড হিসেবে থাকবেন।
- ✓ গাইড শিক্ষক প্রতি সপ্তাহে চারজন শিক্ষার্থীর বাড়ি আকস্মিক পরিদর্শন করবেন। তিনি এ সময়ে শিক্ষার্থীরা কি করছে তা পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিবেন।
- ✓ দ্বাদশ শ্রেণি নির্বাচনী পরীক্ষার পর শিক্ষার্থীরা গাইড শিক্ষকের নিবিড় তত্ত্বাবধানে থাকবে এবং গাইড শিক্ষক তাদেরকে ভবিষ্যৎ লক্ষ নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করবেন।

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে কী কী ফলাফল তৈরী হবে?

- ✓ প্রতিদিন নিবিড়ভাবে ক্লাস নেওয়াতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।
- ✓ উপর্যুক্ত কার্যক্রম সঠিকভাবে পালন করার ফলে শিক্ষার্থীরা আরও ভালো ফলাফল করতে পারবে।
- ✓ গাইড বই ও কোচিং সেন্টারের উপর নির্ভরশীলতা কমবে যা প্রান্তিক জনগোষ্ঠির শিক্ষার্থীদের উপকারে আসবে।
- ✓ সামগ্রিকভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ফলাফলে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে।
- ✓ সর্বোপরি মানসম্মত ও গুণগত শিক্ষা দানের মাধ্যমে সরকারের SDG-4 অর্জনে সহায়ক হবে।

গ্রুপ নং-০৩

আইডিয়া শিরোনাম : পরিত্যক্ত প্লাস্টিকের বোতলের সাহায্যে কলেজ ক্যাম্পাসের সৌন্দর্যবর্ধন।

মেন্টর : মনোয়ারা খাতুন, প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম

আইডি নং	নাম ও পদবী	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	মোবাইল ও ইমেইল
১৩	মুহাম্মদ মাসুদ রানা	প্রভাষক (রসায়ন), সবুজবাগ সরকারি কলেজ, ঢাকা	০১৭১৬৯৪৯৪৬৯ masudrana9469@gmail.com
৫০	মোহাম্মদ সেলিম আল মামুন	প্রভাষক (রসায়ন), সরকারি কবি নজরুল কলেজ, ঢাকা	০১৫৫৮৭৫৮৮৬০ mdselimalmamun123@gmail.com
৫৬	মোহাম্মদ শাহাদত হোসেন	প্রভাষক (রসায়ন), সরকারি সা'দত কলেজ, টাঙ্গাইল	০১৭৩১০০৮৫৯৩ shahadatkgc6@gmail.com
৭৩	মোহাম্মদ সাব্বির হাসান	প্রভাষক (পদার্থ), সরকারি সা'দত কলেজ, টাঙ্গাইল	০১৬৮০৮২৮২৮২ quantumpaul08@gmail.com
৮২	মোঃ জয়নুল আবেদীন	প্রভাষক (রসায়ন), রাজবাড়ী সরকারি কলেজ, রাজবাড়ী	০১৫৫২৪৬০৪৫৩ joynul.chemistry@gmail.com

বর্তমান সমস্যা:

ক) প্লাস্টিকের বোতল পরিবেশকে নষ্ট করে।
খ) মাটির উর্বরতা নষ্ট করে।
গ) পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাকে বাধাগ্রস্থ করে।
ঘ) জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়।

কারণ: প্লাস্টিকের বোতল পচনশীল নয়।

সমস্যার সমাধান/ আইডিয়ার বিবরণ:

ক) সর্বপ্রথম শিক্ষার্থীদের কয়েকটি গ্রুপে ভাগ করতে হবে।
খ) প্লাস্টিক দ্বারা পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি হয় সে সম্পর্কে সকলের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।
গ) নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট গ্রুপ কলেজ ক্যাম্পাসের প্লাস্টিকের বোতল সংগ্রহ করবে।
ঘ) ভালো বোতলগুলো ব্যবহারের জন্য বাছাই করবে এবং বাকিগুলো নির্দিষ্ট স্থানে রেখে দিবে।
ঙ) বোতল সংগ্রহ করা শেষ হলে তা পরিষ্কার করে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করবে।
চ) বোতলকে কেটে তাতে মাটি দিয়ে টব তৈরি করবে।
ছ) টবে সৌন্দর্য বর্ধনকারী গাছ যেমন-ফুলগাছ, অর্কিড, ঔষধি গাছ রোপণ করবে।
জ) টবগুলো ক্লাসরুম বা কলেজের বারান্দায় সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখবে।
ঝ) প্রত্যেক গ্রুপ নিয়মিত গাছগুলো পরিচর্যা করবে।

ইনোভেশন/সমাধান প্রস্তাবে নতুন কী কী?

ক) সেমিনারের মাধ্যমে নির্মল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
খ) নষ্ট বা অব্যবহৃত বোতলগুলো পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে সংস্কার করা।
গ) রিসাইক্লিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জ্বালানি তেল ও নতুন বোতল তৈরির ব্যবস্থা করা।

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে কী কী ফলাফল তৈরী হবে?

ক) শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি হবে।
খ) দলগতভাবে কাজ করায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও দেশপ্রেম বৃদ্ধি পাবে।
গ) ফুলের টবগুলো সজ্জিত থাকায় ক্লাস রুমগুলো আকর্ষনীয় হবে এবং কলেজের পরিবেশ সুন্দর হবে।
ঘ) প্লাস্টিকের বোতল এখানে সেখানে না থাকায় পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা সচল থাকবে।
ঙ) শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৃক্ষরোপণের উৎসাহ দেখা দিবে।
চ) প্রকৃতির বিভিন্ন প্রজাতির গাছ, ফুল ও ঔষধি গাছ সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জানতে পারবে।
ছ) পরিবেশে অক্সিজেনের প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে।

গ্রুপ নং-০৪

আইডিয়া শিরোনাম : কৃষি কর্মে এগ্রিকালচারাল ড্রোন ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের প্রত্যয় ।

মেন্টর : প্রফেসর মাফরুহা নাজনীন, **প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম**

আইডি নং	নাম ও পদবী	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	মোবাইল ও ইমেইল
৩৬	মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান,	প্রভাষক, পদার্থবিদ্যা হাসানপুর শহীদ নজরুল সরকারি কলেজ দাউদকান্দি, কুমিল্লা ।	০১৮১৬৭৫১৩৭৬ hrrosephysics@gmail.com
৫৭	সেলিনা আক্তার,	প্রভাষক, পদার্থবিদ্যা ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ।	০১৭১২৪১১৮১৬ selinaphybgc@gmail.com
৭২	মোহাম্মদ মোবারক হোসেন ভূঞা,	প্রভাষক, রসায়ন বরুড়া সরকারি কলেজ, কুমিল্লা ।	০১৮১৯৪৫৬৮১৪ Mubarok131978@gmail.com
৮৫	মুহাম্মদ বিল্লাল উদ্দিন,	প্রভাষক , রসায়ন ভাওয়াল বদরে আলম সরকারি কলেজ, গাজীপুর ।	০১৯১২৭২০৭২৪ uddinbillal@gmail.com

বর্তমান সমস্যা ও কারণঃ

কৃষিকর্মে প্রশিক্ষিত শ্রমিক সংকট, সময় উপযোগী কৃষি যন্ত্রপাতির অভাব, উৎপাদনশীলতা কমে যাওয়া, সঠিক মাত্রায় পরিচর্যা ব্যহত হওয়া এবং আয়তনের তুলনায় অধিক জনসংখ্যার চাপ থাকায় খাদ্য সংকট পরিস্থিতি মোকাবেলায় এগ্রিকালচারাল ড্রোনের উদ্ভাবন ও ব্যবহার সময়ের দাবি ।

সমস্যার সমাধান/আইডিয়ার বিবরণ:

এগ্রিকালচারাল ড্রোন তৈরি বর্তমান বিশ্বের অগ্রসরমান সুপার টেকনোলজির যুগে মোটেই অবাস্তব কল্পনা নয় । বাংলাদেশের হাতে নিজস্ব স্যাটেলাইট থাকায় উন্নতমানের সফটওয়্যার ব্যবহার করে এচঝ মডিউলস, ডিজিটাল রেডিওস এবং স্মল গউগঝ সেনসরের একত্রে সমন্বয় করে এগ্রিকালচারাল ড্রোন তৈরি সম্ভব। যার মধ্যে মোবাইল সংযোগ থাকবে এবং মোবাইল বাটনের মাধ্যমে কিংবা দূরনিয়ন্ত্রিত রিমোট কন্ট্রোল ব্যবহার করে ড্রোনকে নিয়ন্ত্রন করা এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করা সম্ভব ।

ইনোভেশন/ সমাধান প্রস্তাবে নতুন কী কী?

বর্তমান আধুনিক বিশ্বে বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মের গতিশীলতা বৃদ্ধিতে ড্রোন এর ব্যবহার হারহামেশাই হচ্ছে। সুতরাং প্রশ্ন জাগে, কৃষির উৎপাদন বাড়াতে ড্রোনের ব্যবহার কেন নয় ? একজন কৃষক স্যাটেলাইট ইমেজের মাধ্যমে ড্রোনে থাকা শক্তিশালী ক্যামেরা ব্যবহার করে ফসলের পরিচর্যা ও চিকিৎসা করতে পারবে ?

নরমাল ড্রোনে ক্যামেরা বসানো, ক্যামেরার সাথে সংযুক্ত ডিজিটাল রেডিওস এবং স্মল MEMS সেন্সরের সংযোগ স্থাপন করলে মনিটরে ছবি, তথ্য, টেস্টিং রিপোর্ট ইত্যাদি পাওয়া যাবে ।

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে কী কী ফলাফল তৈরী হবে?

কৃষিকর্মে শ্রমিকের ব্যবহার কমবে, মাটির গুনাগুন টেস্ট, মাটির প্রকৃতি, পানির প্রকার (মিঠা পানি ও লোনা পানি), পোকার আক্রমনের সঠিক তথ্য ও প্রতিকার সম্ভব। ড্রোনের সাহায্যে দূরনিয়ন্ত্রিত রিমোর্ট ব্যবহার করে ফসলের জমিতে স্প্রে করা যাবে। ফলে ফসলের উৎপাদন বাড়বে এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে ।

গ্রুপ নং-০৬

আইডিয়া শিরোনাম : এসো শুদ্ধ বলি

মেন্টর : ড. সুনীল কুমার হাওলাদার, প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম

আইডি নং	নাম ও পদবী	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	মোবাইল ও ইমেইল
৩০	শাহজাদী ফাহমিদা নুছরাত জাহান	প্রভাষক, প্রাণিবিদ্যা সৈয়দপুর সরকারি বিজ্ঞান কলেজ, নীলফামারী	01712407427 fshahjadi@yahoo.com
৩৭	মোছ: মাহমুদা খানম	প্রভাষক, পদার্থবিদ্যা নিউ গভ: ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী	01717277818 zebassj@gmail.com
৭৬	মুহাম্মদ আবু সাঈদ চৌধুরী	প্রভাষক, রসায়ন, জয়পুরহাট সরকারি কলেজ, জয়পুর হাট	01718783087 abusaeedchowdhury@gmail.com

বর্তমান সমস্যা ও কারণ :

বেশীর ভাগ মানুষের উচ্চারনে ত্রুটি ও আঞ্চলিকতা থাকে যেহেতু বাল্যকাল থেকে প্রমিত উচ্চারন শেখানো হয়না এবং এ বিষয়টি সকলের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভূক্তও নয়।

সমাস্যার সমাধান/ আইডিয়ার বিবরণ :

প্রত্যেক ক্লাসেই অন্তত ৫ (পাঁচ) মিনিট থাকবে প্রমিত উচ্চারন শেখানোর জন্য, সেখানে অন্তত ভুল হয়, এমন পাঁচটি শব্দের সঠিক উচ্চারন শেখানো।

ইনোভেশন/ সামাধান প্রস্তাবে নতুন কী কী?

সকলে প্রমিত উচ্চারনের গুরুত্ব বুঝবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রমিত উচ্চারন অত্যাবশকীয়।

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে কী কী ফলাফল তৈরী হবে?

সকলেই শুদ্ধভাবে বাংলা প্রমিত উচ্চারন করতে পারবে, পরস্পরের প্রতি সম্মানবোধ বাড়বে।

গ্রুপ নং-০৭

আইডিয়া শিরোনাম : সফটওয়ার ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদেরকে নোটিশ/তথ্য/ অন্যান্য নির্দেশনা প্রেরণ

মেন্টর : সায়রা পারভীন, প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম

আইডি নং	নাম ও পদবী	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	মোবাইল ও ইমেইল
০৯	মোঃ কামরুল হাসান	প্রভাষক, প্রাণিবিদ্যা, ভোলা সরকারি কলেজ, ভোলা।	০১৭১১-৩২৭৫১৬
২৭	মোঃ আনিচউর রহমান	প্রভাষক, পদার্থবিদ্যা, বরিশাল সরকারি মহিলা কলেজ, বরিশাল।	০১৭২৪-৭৬৮৪৩২
৪৪	হাসনা হেনা	প্রভাষক, পদার্থবিদ্যা, সরকারি বরিশাল কলেজ, বরিশাল।	০১৭১১-৪৭৩৯৭৮
৬৬	মোছা: মরিয়ম সুলতানা	প্রভাষক রসায়ন, সরকারি দেবেন্দ্র কলেজ, মানিকগঞ্জ।	০১৮১৯-৮১৯০৫৮

বর্তমান সমস্য ও কারণ:

বর্তমানে শিক্ষার্থীদের তথ্য ও অন্যান্য নির্দেশনা নোটিশ বোর্ডে লিখে প্রদর্শণ করা হয়। তাতে শিক্ষার্থীরা প্রতিদিন যথাসময়ে নোটিশ বোর্ড লক্ষ্য না করলে তারা সঠিক সময়ে কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারেনা।

সমস্যার সমাধান/আইডিয়ার বিবরণ:

এই সফটওয়ার ব্যবহার করে সকল শিক্ষার্থীর নিজস্ব বা অভিভাবকের মোবাইল নাম্বারে যে-কোন নোটিশ/তথ্য/অন্যান্য নির্দেশনা আমরা মেসেজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে অবহিত করতে পারি।

খরচ: ১। সফটওয়ার - ৪০০০/-
২। মডেম - ১৫০০/-
৩। মোবাইল সিম - ২০০/-
৫,৭০০/-

এছাড়া প্রতি এসএমএস ১পয়সা করে খরচ হবে অথবা আরও কমে বিভিন্ন মোবাইল অপারেটর কোম্পানির এসএমএস প্যাকেজ ক্রয় করা যায় যাতে করে ১০,০০০ শিক্ষার্থীর নিকট তথ্য পাঠতে প্রতি মাসে সর্বোচ্চ ৫০০ টাকা করে খরচ হবে।

ইনোভেশন/সমাধান প্রস্তাবে নতুন কী কী?

১। ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীকে যে-কোন তথ্যাদি অবহিত করা যাবে।
২। কম খরচে, সঠিক সময়ে এ প্রযুক্তি বাস্তবায়ন করা যাবে।

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে কী কী ফলাফল তৈরী হবে?

১। খুব সহজেই শিক্ষার্থী/অভিভাবকের নিকট যে-কোন তথ্য পৌছানো যাবে।
২। অভিভাবকের সাথে সহজেই যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হবে।
৩। এই সফট্ওয়ার দিয়ে একই সাথে ১২,০০০ শিক্ষার্থীকে তথ্য প্রেরণ করা যাবে।

গ্রুপ নং-১০

আইডিয়া শিরোনাম : মানব অস্তিত্ব রক্ষায় জীববৈচিত্র্যের ভূমিকা

মেন্টর : সায়মা রহমান, সহকারি পরিচালক, নায়েম

আইডি নং	নাম ও পদবী	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	মোবাইল ও ইমেইল
৩৪	মোঃ মাজহারুল করিম	প্রভাষক, প্রাণিবিদ্যা, সরকারি তোলারাম কলেজ, নারায়ণগঞ্জ	০১৯১১০৩০৬২৪
৫৯	মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক	প্রভাষক, রসায়ন, শরিয়তপুর সরকারি কলেজ, শরিয়তপুর।	০১৯৪২-২১৭১০২
৬৯	মোহাম্মদ কামরুল হাছান	প্রভাষক, প্রাণিবিদ্যা, ওএসডি, মাউশি, সংযুক্ত: দুয়ারীপাড়া সরকারি মহাবিদ্যালয়, রূপনগর, ঢাকা।	০১৭৯০৫৩৬৮৪০
৭৭	সিনথিয়া ইয়াসমিন	প্রভাষক, রসায়ন, দুয়ারীপাড়া সরকারি মহাবিদ্যালয়, রূপনগর ,ঢাকা।	০১৯১২৭৪০৫৭৯
৮১	মোহাম্মদ শোয়াইব	প্রভাষক, রসায়ন, রামগঞ্জ সরকারি কলেজ, লক্ষ্মীপুর।	০১৯১৭০৪১৬১০

বর্তমান সমস্যা ও কারণ:

জীব–বৈচিত্র্য হ্রাসের কারণে প্রতিনিয়ত পৃথিবীর জলবায়ুর ব্যাপক পরিবর্তন হচ্ছে। এতে প্রাকৃতিক পরিবেশে যে পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে তাতে করে বিশ্বে প্রতি ২০ মিনিটে এবং দিনে গড়ে ১৪০টি প্রাণী প্রজাতি বিলুপ্ত হচ্ছে। এছাড়াও প্রতি ঘন্টায় ৬৭৫ হেক্টর ভূমি মরুতে রূপান্তরিত হচ্ছে এবং একইভাবে প্রতিদিন ৩৫০০০ লিটার পেট্রোলিয়াম পোড়ানো হচ্ছে। এসবের কারণে জলবায়ুর পরিবর্তনসহ গ্রীণহাউস গ্যাসের প্রভাবে ওজনস্তর ধ্বংস হচ্ছে। এর প্রভাবে একদিকে জলবায়ু পরিবর্তন ও অন্যদিকে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে জীব-বৈচিত্র্য ধ্বংসের মুখে পতিত হয়েছে। ফলে পরিবেশ মানব বসবাসের অযোগ্য হচ্ছে।

সমস্যার সমাধান:

জীব–বৈচিত্র্য রক্ষার মাধ্যমে মানব অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য বর্তমান বিশ্বে "পরিবেশ বাঁচাও, জীবন বাঁচাও " তথা মানব অস্তিত্ব টিকাও বলে বিভিন্ন মহলে শ্লোগান উচ্চারিত হওয়ার মাধ্যমে নানান কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। তাই মানব অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য সরকারি, বেসরকারি এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা ও জাতিসংঘ বর্তমানে কাজ করছে। তাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে গণসচেতনতা তৈরির মাধ্যমে পরিবেশের প্রতিটি উপাদানের যথাযথ অবস্থান নিশ্চিত করা। একই সঙ্গে পরিবেশ দূষণ রোধসহ বনজঙ্গল অর্থাৎ গাছপালা ও জীব হত্যা রোধ করে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের মাধ্যমে পরিবেশকে মানব বসবাসের উপযুক্ত রাখা।

সমস্যা সমাধানে নতুন প্রস্তাব

বাংলাদেশে জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন–

- ✓ সরকারি ও বেসরকারি গণমাধ্যম ব্যবহার করে সর্বস্তরের জনগণকে জীববৈচিত্রের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করা।
- ✓ যেসব প্রাণী বিলুপ্ত প্রায় তাদেরকে Ex-situ এবং In-situ সংরক্ষণের মাধ্যমে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা।
- ✓ বনাঞ্চলের বৃক্ষরাজিকে চোরাকারবারিদের হাত থেকে রক্ষার জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া এবং প্রয়োজনে সরকারকে নতুন আইন প্রণয়ণ করতে হবে।
- ✓ গ্রামের প্রতিটি রাস্তাঘাট ,পরিত্যক্ত সরকারি জায়গা এবং খাস জমিতে প্রতিটি মানুষকে একটি করে গাছ লাগানোর কাজে আগ্রহ সৃষ্টি করা।
- ✓ বনভূমি ধ্বংসের হাত থেকে অর্থাৎ নির্বনায়ন প্রক্রিয়া কঠোরভাবে বন্ধ করতে হবে।

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে –

- ✓ মরুকরণের হাত থেকে প্রকৃতি রক্ষা পাবে।
- ✓ জলবায়ু পরিবর্তন স্তিমিত হবে।
- ✓ প্রাণী ও উদ্ভিদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে না।
- ✓ ওজন স্তর ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাবে।
- ✓ ভূ–পৃষ্ঠের বরফ গলার ফলে হাজার হাজার বছর পূর্বের অজানা যেসব জীবাণুর আবির্ভাব ঘটেছে তা রোধ হবে এবং এর সঙ্গে বাংলাদেশের নিম্নভূমিগুলো একদিকে যেমন সাগরে তলিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পাবে, ঠিক তেমনি জীববৈচিত্র্য রক্ষা পাবে।

তাই বলা যায়– **"If we save our Bio-diversity we save our human life."**

গ্রুপ নং-১২

আইডিয়া শিরোনাম : Examination information Apps

মেন্টর : মোঃ মাহমুদুল আমিন, প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম

আইডি নং	নাম ও পদবী	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	মোবাইল ও ইমেইল
০২	মোঃ রফিকুল ইসলাম	প্রভাষক,উদ্ভিদবিদ্যা, সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ ,পাবনা।	০১৭১২৪০৬৮৮৫
১৫	মোঃ আউলিয়া খাতুন	প্রভাষক,প্রাণিবিদ্যা, মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর।	০১৯১৫৯০৩৫২৪
১৮	মোঃ নাহিদ রেজা	প্রভাষক, রসায়ন, মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর।	০১৭১৭৮৮০৯৬৯
৬০	মোঃ আব্দুল মান্নান	প্রভাষক, রসায়ন, মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজ, মুজিবনগর, মেহেরপুর।	০১৭৩৬৩৬৪৪০০

বর্তমান সমস্যা ও কারণ

শিক্ষার্থীরা তাদের পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য যথাসময় না পাওয়া।

ইনোভেশনের লক্ষ্য

কলেজের পরীক্ষা সংক্রান্ত সকল তথ্য অ্যাপস্ এর মাধ্যমে অনুসন্ধানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

ইনোভেশন/সমাধান প্রস্তাবে নতুন কী কী ?

ক। ক্লাস পরীক্ষা/ইনকোর্স/পাবলিক/বোর্ড পরীক্ষা ও ফলাফল সংক্রান্ত সকল তথ্য দ্রুত পাওয়া।

খ। শিক্ষার্থীদের যাবতীয় তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে দ্রুততা নিশ্চিত করা

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে কী কী ফলাফল তৈরি হবে ?

ক। শিক্ষক- শিক্ষার্থীরা কোন জটিলতা ছাড়াই দ্রুত ও সহজে পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য পাবেন

খ। শিক্ষার্থীদের তথ্য অধিকার সুনিশ্চিত হবে।

গ। শিক্ষা কার্যক্রম গতিশীল হবে।

ঘ। সময় ও অর্থ সাশ্রয় হবে।

গ্রুপ নং-১৪

আইডিয়া শিরোনাম : ই- টেস্টিমোনিয়াল

মেন্টর : শামসুন আক্তার সিদ্দিকী, প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম

আইডি নং	নাম ও পদবী	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	মোবাইল ও ইমেইল
১১	মোঃ রুহুল আমীন	প্রভাষক, উদ্ভিদবিজ্ঞান করমাইকেল কলেজ, রংপুর।	০১৭১৮৬৩৪২৪০
২৮	মোঃ রেজাইল করিম	প্রভাষক , রসায়ন নিউ গভ: ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী।	০১৭১২৩১৪৬০০
২৯	মোঃ আবু নছর বকশী	প্রভাষক, পদার্থ বিজ্ঞান রংপুর সরকারি কলেজ, রংপুর।	০১৮৪২৩০৩৮১৫
৪৬	মোঃ শাহীন আকতার	জেলা শিক্ষা অফিসার, জেলা শিক্ষা অফিস, পঞ্চগড়	০১৭২৫০২১৯৯৯
৭০	আরসিনা বেগম প্রভাষক	উদ্ভিদবিজ্ঞান দিনাজপুর সরকারি কলেজ, দিনাজপুর।	০১৭১৯১৫০৮৫৩

বর্তমান সমস্যা ও কারণ

শিক্ষার্থী পর্যায়ে পৌঁছানোর দীর্ঘসূত্রিতা লাঘব।

সমস্যার সমাধান/আইডিয়ার বিবরণ

- ✓ একটি ডাইনামিক সফটওয়্যার এর মাধ্যমে পূর্বে সংরক্ষিত তথ্য নির্ধারিত ফরম্যাটে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইনপুট হবে।
- ✓ শিক্ষার্থী নির্ধারিত সময়ে আবেদন করবে।
- ✓ সাধারণ আবেদন এবং জরুরী আবেদন।
- ✓ সাধারণ আবেদন ফি ৩৫ টাকা, সেবা প্রাপ্তির সময়সীমা ২৪ ঘণ্টা।
- ✓ জরুরী আবেদন ফি ৫০ টাকা, সেবা প্রাপ্তির সময়সীমা ১২ ঘণ্টা।
- ✓ ফি পরিশোধ পদ্ধতি ঃ অনলাইন (বিকাশ/নগদ/রকেট)

ইনোভেশন/সমাধান প্রস্তাবে নতুন কী কী ?

ক। স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হবে।
খ। দ্রুততার সাথে শিক্ষার্থীরা পাবে।
গ। পূর্বের তুলনায় আকর্ষণীয় হবে।
ঘ। শিক্ষার্থীর নিকট হতে নতুন কোন তথ্য সংগ্রহ করতে হবে না।

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে কী কী ফলাফল তৈরি হবে ?

ক। সময়, ভ্রমণ এবং ব্যয় কমবে ।
খ।গতানুগতিক পদ্ধতির অবসান ঘটবে এবং স্মার্ট পদ্ধতির উদ্ভব ঘটবে।
গ। অফিস স্টাফদের কর্ম পরিধি কমবে।
ঘ। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে।

গ্রুপ নং-১৬

আইডিয়া শিরোনাম : কলেজের পতিত ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার

মেন্টর : শামসুন আক্তার সিদ্দিকী, প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম

আইডি নং	নাম ও পদবী	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	মোবাইল ও ইমেইল
০৩	তাপস সূত্রধর	প্রভাষক (রসায়ন) সিলেট সরকারি কলেজ, সিলেট।	01712-278857 tsutradhar55@gmail.com
০৬	আ ব ম ফখরুদ্দিন খান	প্রভাষক (উদ্ভিদবিজ্ঞান) বৃন্দাবন সরকারি কলেজ, হবিগঞ্জ।	01740-540438 fkhan.botany@gmail.com
১৬	সুরনজিৎ সিংহ	প্রভাষক (পদার্থবিজ্ঞান) মৌলভীবাজার সরকারি কলেজ, মৌলভীবাজার।	01724-972677 suranjitsingha78@gmail.com
৫৫	কৃষ্ণ কুমার সিংহ	প্রভাষক (উদ্ভিদবিজ্ঞান) মৌলভীবাজার সরকারি কলেজ, মৌলভীবাজার।	01848-345180 sinhakrishna76@gmail.com
৮৬	মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেইন	প্রভাষক (প্রাণিবিজ্ঞান) সরকারি মুরারিচাঁদ কলেজ, সিলেট।	01712-452538 anwer.s3100@gmail.com

বর্তমান সমস্যা ও কারণ:

দেশের অধিকাংশ কলেজেই ভূমি সম্পত্তি অব্যবহৃত থাকে। এসব ভু-সম্পত্তির সর্বোত্তম ব্যবহার আবশ্যক। "এক ইঞ্চি জমিও যেন অনাবাদী না থাকে" - মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণার আলোকে প্রতিটি কলেজের পতিত ভূমি যাতে অব্যবহৃত না থাকে, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই সমন্বিত কৃষি উদ্যোগ ও সৌন্দর্য বর্ধনে ভূমিকা রাখবে এই প্রয়াস।

সমস্যার সমাধান/আইডিয়ার বিবরণ:

ক. কৃষিনির্ভর অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করা।
খ. শিক্ষার্থীদের সামাজিক ও দায়িত্বশীল করে গড়ে তোলা।
গ. অব্যবহৃত পতিত জমিগুলোর যথোপযুক্ত ব্যবহার।

"এক ইঞ্চি জমিও যেন অনাবাদী না থাকে" - মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণার বাস্তব প্রতিফলন।

ইনোভেশন/সমাধান প্রস্তাবে নতুন কী কী?

ক. উপযুক্ত জমি চিহ্নিতকরণ।
খ. সবজি ও ফলদ বাগান প্রস্তুতকরণ।
গ. উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ বা আগ্রহী অন্য কোনো বিভাগের তত্ত্বাবধানে প্রকল্প বাস্তবায়ন।

পর্যায়ক্রমে কলেজের সকল শিক্ষার্থীকে সংযুক্তকরণ।

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে কী কী ফলাফল তৈরি হবে?

ক. সরকারি সম্পত্তির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত হবে।
খ. শিক্ষার্থীদের মধ্যে কৃষি উদ্যোক্তা হওয়ার আগ্রহ সৃষ্টি হবে।
গ. বনায়নের মাধ্যমে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা হবে।
ঘ. সমৃদ্ধ জাতি গঠনে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উদ্দীপনার সঞ্চারিত হবে।
ঙ. শিক্ষার্থীদেরকে পরিবেশ উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে সহায়তা করবে।

"সবুজ শ্যামল এই বাংলাদেশ
গাছ লাগিয়ে ঠিক রাখি পরিবেশ।"

১৫৬তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের ইনোভেশন বিষয়ক অনুষ্ঠান উদ্বোধন

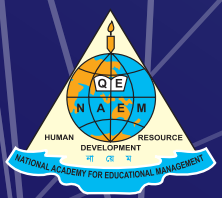

National Academy for Educational Management (NAEM)

Secondary and Higher Education Division

Ministry of Education

www.naem.gov.bd info@naem.gov.bd